"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন হলো তোমাদের বাণপ্রস্থ অবস্থা কারণ তোমাদের বাণীর ঊর্ধ্বে ঘরে যেতে হবে, সেইজন্য স্মরণে থেকে পবিত্র হও"

*প্রশ্নঃ - উঁচু লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য কোন্ বিষয়ে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে?

*উত্তরঃ - নিজের চোখ দুটির বিষয়ে সতর্ক থাকো, কারণ এই চোখ হলো অত্যন্ত প্রবঞ্চক(যা ধোঁকা দেয়)। ক্রিমিনাল চোখ অত্যন্ত ক্ষতি করে সেইজন্য যতখানি সম্ভব ততখানি নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের দৃষ্টি যেমন হয় সেই অভ্যাস করো। সকাল-সকাল উঠে একান্তে বসে নিজের সঙ্গে কথা বলো। ভগবানের হুকুম (আজ্ঞা) হলো -- মিষ্টি বাচ্চারা, মহাশত্রু কাম-বিকারের থেকে সাবধানে থাকো।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চারা এ তো বুঝে গেছে, কারণ এখানে বোধসম্পন্নরাই (সমঝদার) আসতে পারে। এখানে কোনো মানুষ পড়ায় না। এখানে তো ভগবান পড়ান। ভগবানেরও পরিচয় চাই। নাম কত বড় ভগবান আর তারপর বলে নাম-রূপের ঊর্ধ্বে। এখন বাস্তবে হলোও পৃথক। এত ছোট বিন্দু, বলাও হয়ে থাকে আত্মা হলো স্টার। যেমন ওই নক্ষত্ররা ছোট তো নয়। এই আত্মারূপী স্টার তো প্রকৃতই ছোট। বাবা হলেন বিন্দু। বাবা হলেন সদা পবিত্র। ওঁনার মহিমাও আছে জ্ঞানের সাগর, শান্তির সাগর.....। এতে বিভ্রান্ত হওয়ার কোনো কথা নেই। মুখ্য কথা হলো পবিত্র হওয়া। বিকারের জন্যই ঝগড়া হয়। পবিত্র হওয়ার জন্য পতিত-পাবনকে ডাকে। তাহলে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে, তাই না ! এতে বিভ্রান্ত হবে না। যাকিছু পাস্ট হয়ে গেছে, বিঘ্ন ইত্যাদি পড়েছে, এ নতুন কথা নয়। অবলাদের উপর অত্যাচার হতেই হবে। অন্যান্য সৎসঙ্গে এ'সব কথা হয় না। কোথাও গন্ডগোল হয় না। এখানেই গন্ডগোল বিশেষ করে এই কথার উপরেই হয়ে থাকে। বাবা পবিত্র করতে আসেন তখন কত গন্ডগোল হয়। বাবা বসে পড়িয়ে থাকেন। বাবা বলেন -- আমি আসিই বাণপ্রস্থ অবস্থায়, নিয়মও এখান থেকেই শুরু হয়। তাহলে বাণপ্রস্থীরা অবশ্যই বাণপ্রস্থেই থাকবে। বাণীর ঊর্ধ্বে যাওয়ার জন্য বাবাকে সম্পূর্ণরূপে স্মরণ করে পবিত্র হতে হবে। পবিত্র হওয়ার পদ্ধতি তো একটিই রয়েছে। ফিরে যেতে হলে তখন অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। যেতে তো সকলকেই হবে। দুই-চারজন তো যাবে না। সমগ্র পতিত দুনিয়াই পরিবর্তিত হয়ে যাবে। এই ড্রামা কারোরই জানা নেই। সত্যযুগ থেকে কলিযুগ পর্যন্ত এ হলো ড্রামার চক্র। বাবা বলেন নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে আর পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। তবেই তোমরা শান্তিধাম এবং সুখধামে যেতে পারবে। গায়নও রয়েছে, গতি-সদগতিদাতা হলেন একজনই। সত্যযুগে অতি অল্প সংখ্যকই থাকে আর তারা পবিত্র থাকে। কলিযুগে হলো অনেক ধর্ম আর অপবিত্র হয়ে পড়ে। এ হলো সহজ কথা। আর বাবা প্রথমেই বলে দেন। বাবা তো জানেন যে গন্ডগোল অবশ্যই হবে। না জানলে, তাহলে কেন যুক্তিগুলি রচনা করেছেন যে চিঠি নিয়ে এসো যে আমাদের জ্ঞান অমৃত পান করতে যেতে হবে। জানে যে এই ঝগড়া হওয়াও ড্রামায় নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। এই ভবিতব্যকে কেউ এড়িয়ে যেতে পারে না। মানুষ কেবল অক্ষর বলে দেয় কিন্তু অর্থ বোঝেনা। বাচ্চারা, এ হলো অত্যন্ত উচ্চপর্যায়ের পঠন-পাঠন। চোখ এমন প্রবঞ্চনাকারী যে আর জিজ্ঞাসা করো না। এ হলো তমোপ্রধান দুনিয়া। কলেজেও অনেকে খারাপ হয়ে যায়। বিদেশের কথা তো জিজ্ঞাসাই করো না। সত্য যুগে এ'ধরণের কথা হয় না। ওরা তো বলে দেয় যে সত্যযুগের তো লক্ষ লক্ষ বছর হয়ে গেছে। বাবা বলেন -- কাল তোমাদের রাজ্য ভাগ্য দিয়ে গিয়েছিলাম, সবকিছু হারিয়ে ফেলেছো। লৌকিকেও বাবা বলে -- তোমাদের এত ধন-সম্পদ দিয়েছি, সব হারিয়ে ফেলেছো। এরকমও বাচ্চা বেরোয় যারা স্বল্প সময়ের মধ্যে ধনসম্পদ উড়িয়ে দেয়। অসীম জগতের বাবাও বলেন -- আমি তোমাদেরকে কত ধন-সম্পদ দিয়ে গিয়েছিলাম, তোমাদের কত সুযোগ্য করে বিশ্বের মালিক বানিয়েছিলাম। এখন ড্রামা অনুসারে তোমাদের কি হাল হয়ে গেছে ! তোমরা আমার সেই বাচ্চাই তো, তাই না ! তোমরা কত ধনবান ছিলে। এ হলো অসীম জগতের কথা যা তোমরা বুঝিয়ে থাকো। একটি কাহিনী আছে যে রোজ বলতো 'সিংহ এসেছে, সিংহ এসেছে, কিন্তু সিংহ আসতো না। একদিন সত্যি করেই সিংহ এসে পড়ে। তোমরাও বলো -- মৃত্যু এলো কি এলো, তখন বলে যে এরা রোজ বলে, বিনাশ তো হয়না। এখন তোমরা জানো যে একদিন বিনাশ অবশ্যই হবে। তারই আবার কাহিনী তৈরি করে দিয়েছে। অসীম জগতের বাবা বলেন ওদের দোষ নেই। কল্পপূর্বেও হয়েছিল। এ হলো ৫ হাজার বছরের কথা। বাবা তো অনেকবার বলেছেন -- সেও তোমরা লিখতে থাকো যে ৫ হাজার বছর পূর্বেও অবিকল এইরকম মিউজিয়াম খুলেছিল, ভারতে দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন করার জন্য। একদম ক্লিয়ার করে লেখো তবেই এসে বুঝবে। বাবা এসেছেন। বাবার উত্তরাধিকার হলোই স্বর্গের বাদশাহী।

ভারতে স্বর্গ ছিল। সর্বপ্রথমে নতুন দুনিয়ায় নতুন ভারত, হেভেন (স্বর্গ) ছিল। হেভেন তারপর হেল। এ হলো অতি বৃহৎ অসীম জগতের ড্রামা, এখানে সকল পার্টধারীরা রয়েছে। ৮৪ জন্মের পার্ট প্লে করে এখন পুনরায় আমরা ফিরে যাই। প্রথমে আমরা মালিক ছিলাম তারপর কাঙাল হয়েছি। এখন পুনরায় বাবার মতে চলে মালিক হয়ে যাই। তোমরা জানো যে আমরা শ্রীমৎ অনুসারে প্রতি কল্পে ভারতকে স্বর্গে পরিণত করি। পবিত্রও অবশ্যই হতে হবে। পবিত্র হওয়ার কারণেই অত্যাচার হয়ে থাকে। বাবা বাচ্চাদের বোঝান তো অনেককিছু, তারপর বাইরে যাওয়ার পর অবোধ হয়ে পড়ে। আশ্চর্য হয়ে শোনে, বলে, জ্ঞান প্রদান করে, ওঃ আমার মায়া, পুনরায় তেমন তেমনই হয়ে যায়, আরোই খারাপ হয়ে পড়ে। কাম-বিকারে আবদ্ধ হয় আর পতন ঘটে।

শিববাবা এই সময় ভারতকে শিবালয় পরিণত করে থাকেন। তাহলে বাচ্চাদেরও পুরুষার্থ করা উচিত। অসীম জগতের এই বাবা হলেন অতি মিষ্টি-মধুর পিতা। যদি সকলেই জেনে যায় তাহলে অনেকেই চলে আসবে। পড়াশোনা চলতে পারবে না। পড়াশোনায় তো নিরিবিলি (একান্ত) চাই। সকালে কত শান্তি থাকে। আমরা নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করি। স্মরণ ব্যতীত বিকর্ম বিনাশ হবে কিভাবে? এই দুশ্চিন্তা লেগেই রয়েছে। এখন পতিত, কাঙাল হয়ে পড়েছে এরপর পবিত্র, রাজমুকুটধারী (সিরতাজ) হবে কিভাবে? বাবা তো একদম সহজ কথা বুঝিয়ে থাকেন। গোলমাল তো হবে। ভয় পাওয়ার কোনো কথা নেই। বাবা হলেন একদম সাধারণ। পোশাকাদি সব সে'রকমই রয়েছে, কোনো পার্থক্য নেই। সন্ন্যাসীরা তো তবুও ঘর-পরিবার ত্যাগ করে গেরুয়া বসন পড়ে নেয়। এঁনার তো সেই একই পোশাক। কেবল বাবা প্রবেশ করেছেন আর কোন পার্থক্য নেই। যেমনভাবে বাবা বাচ্চাদেরকে ভালোবেসে দেখাশোনা করেন পালন পোষণ করেন সেই রকম ভাবেই তিনিও করেন। অহংকারের কোনো কথা নেই। একদম সাধারণ ভাবে চলেন। কেবল থাকার জন্য ঘরবাড়ি তো নির্মাণ করতেই হবে। সেও সাধারণ তোমাদের তো অসীম জগতের বাবা পরান। বাবা হলেন চুম্বক। কম কিসের? কন্যারা পবিত্র হয় তখন অতি সুখ প্রাপ্ত হয়। ওরা তো বলে কোন শক্তি রয়েছে কিন্তু শক্তি কাকে বলে সেও বোঝেনা সর্বশক্তিমান বাবা রয়েছে তিনি সকলকে এমন ভাবে তৈরি করে। কিন্তু সকলেই তো একই রকম হতে পারে না তাহলে তো ফিচার্স ও একই রকমের হয়ে যাবে পদমর্যাদাও একই হবে। এই ড্রামা তো নির্ধারণ করাই রয়েছে ৮৪ জন্মে তোমাদের সেই ৮৪ টি ফিচার্স (চেহারা) প্রাপ্ত হয়। যা পূর্বকল্পে প্রাপ্ত হয়েছিল সেই চেহারায় প্রাপ্ত হতে থাকবে। এতে কোনো হেরফের হতে পারে না। কত বোঝার এবং ধারণ করার মতন কথা। শান্তি এখন তো হতে পারে না, পরস্পর লড়াই করতে থাকে। মৃত্যু তো শিয়রে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ড্রামা অনুসারে অদ্বিতীয় আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের স্থাপনা আর বাকি ধর্মগুলির বিনাশ হবে। অ্যাটোমিক বোমা নির্মাণ করতে থাকে। ন্যাচারাল ক্যালামিটিজও(প্রাকৃতিক বিপর্যয়) হবে। বড়-বড় পাথর পড়বে, যারফলে সমস্ত ঘরবাড়ি ইত্যাদি ভেঙে পড়বে। যতই মজবুত ঘরবাড়ি নির্মাণ করুক, ভিত পোক্ত করে নির্মাণ করুক কিন্তু কিছুই তো থাকবে না। ওরা মনে করে ভূমিকম্পেও পড়তে পারে না। কিন্তু বলে যে যতই করো, শততলা বিশিষ্ট ঘরবাড়ি নির্মাণ করো কিন্তু বিনাশ তো অবশ্যই হবে। এ'সব কিছুই থাকবে না।

বাচ্চারা, তোমরা এখানে এসেছো স্বর্গের উত্তরাধিকার পাওয়ার জন্য। বিদেশে দেখো কি অবস্থা হয়ে রয়েছে। একে রাবণের মিথ্যে আড়ম্বর(পম্প) বলা হয়। মায়া বলে -- আমিও কম নই। ওখানে তো তোমাদের হীরে- জহরতের মহল থাকে। সমস্ত জিনিস সোনার হবে। ওখানে তো দোতলা-তিনতলা ঘর-বাড়ি তৈরির প্রয়োজনই নেই। জমির জন্যও খরচা লাগে না। সব কিছুই মজুদ থাকে। তাহলে বাচ্চাদের অত্যন্ত পুরুষার্থ করা উচিত। সকলকে সমাচার দিতে হবে। ভালো ভালো বাচ্চারা পান্ডা হয়ে আসে রিফ্রেশ হওয়ার জন্য, এও ড্রামায় নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। তবুও আসবে। এতসব এসেছে, জানা নেই যে এদের সকলকে পুনরায় দেখবো কি না ?এরা সকলে দাঁড়াতে পারবে কি না? এসেছে তো অগণিত, তারপর আশ্চর্যজনকভাবে পালিয়ে গেছে। লেখে যে বাবা আমি পড়ে গেছি। আরে, উপার্জিত অর্থ (কামাই) নষ্ট করে দিয়েছে ! তারপর এতখানি উঁচুতে চড়তে পারে না। এ হলো সবথেকে বড় অবজ্ঞা (অমান্য করা)। ওরা অর্ডিন্যান্স বের করে। অমুক টাইমে কেউ বাইরে বেরোবে না, নাহলে শ্যুট করে দেবো। বাবাও বলেন -- বিকারে গেলে তখন শ্যুট হয়ে যাবে। ভগবানের হুকুম রয়েছে, তাই না ! সতর্ক থাকা। আজকাল গ্যাস ইত্যাদি এ'রকম জিনিস বেরিয়েছে যে মানুষ বসে বসে তৎক্ষণাৎ শেষ হয়ে যাবে। এইসব কিছু ড্রামায় নির্ধারিত রয়েছে কারণ পরবর্তী সময়ে হসপিটাল ইত্যাদি থাকবে না। আত্মা ঝট করে এক শরীর ত্যাগ করে দ্বিতীয় ধারণ করে। দুঃখ-ক্লেশ ইত্যাদি সবকিছু থেকে মুক্ত হয়ে যায়। ওখানে ক্লেশ ইত্যাদি থাকে না। আত্মা হলো স্বতন্ত্র। যে সময়ে আয়ু সম্পূর্ণ হয়ে যায়, তখন শরীর ত্যাগ করে। ওখানে কাল (মৃত্যু ভয়) থাকে না। রাবণ থাকে না তাহলে কাল সেখানে কিভাবে আসবে? এ হলো রাবণের দূত, ভগবানের নয় ভগবানের বাচ্চারা তো অত্যন্ত প্রেমময় হয়। বাবা কখনো বাচ্চাদের দুঃখ সহ্য করতে পারেন না। ড্রামা অনুসারে তোমরা কল্পের তিনভাগ সুখ পাও। বাবা যে এত সুখ দেন তাহলে ওঁনার শ্রীমৎ অনুসারে চলা উচিত। এ হলো অন্তিম জন্ম, বাবা বলেন গৃহস্থী

জীবনে থেকে অন্তিম জন্মে পবিত্র হতে হবে। বাবার স্মরণের মাধ্যমেই বিকর্ম বিনাশ হবে। জন্ম-জন্মান্তরের পাপ মাথার উপর রয়েছে। তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান অবশ্যই হতে হবে। বাবা হলেন সর্বশক্তিমান অথরিটি। যারাই শাস্ত্রাদি পড়ে, তাদেরকে অথরিটি বলা হয়। এখন বাবা বলেন -- আমি হলাম সবকিছুরই অথরিটি। আমি এই ব্রহ্মার দ্বারা সর্বশাস্ত্রের সারকথা এসে শোনাই। নিজেকে আত্মা মনে করে আমায় স্মরণ করো তবেই পাপ বিনাশ হবে। কেবল জলে স্নান করলে পবিত্র কিভাবে হবে? কোথাও এক আঁজলা জল (সামান্য জল) থাকলে সেখানে তাকেও তীর্থ মনে করে ঝটপট স্নান করবে। একেই বলা হয় তমোপ্রধান নিশ্চয়। তোমাদের এ হলো সতোপ্রধান নিশ্চয়। বাবা বোঝান, এতে ভয়ের কোনো কথা নেই। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) পবিত্র হওয়ার জন্য ভগবান যে হুকুম দিয়েছেন কখনো তা অবজ্ঞা করা উচিত নয়। অনেক-অনেক সাবধানে থাকতে হবে। বাপ-দাদা দুজনের লালন-পালনের রিটার্নে পবিত্র হয়ে দেখাতে হবে।

২) ড্রামার ভবিতব্য অটলভাবে নির্ধারিত হয়ে রয়েছে, তাকে জেনে সদা নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে হবে। বিনাশের পূর্বে সকলের কাছে বাবার পয়গাম পৌঁছে দিতে হবে।

বরদানঃ- জ্ঞান অমৃতের দ্বারা তৃষ্ণার্ত আত্মাদের তৃষ্ণা নিবারণ করে তৃপ্ত করা মহান পুণ্য আত্মা ভব।

কোনো তৃষ্ণার্তের তৃষ্ণা নিবারণ করা, এ হলো মহান পুণ্য। যেমন জল না পেলে তৃষ্ণায় ছটফট করতে থাকে তেমনই জ্ঞান অমৃত না পেয়ে আত্মারা দুঃখ-অশান্তিতে ছটফট করছে, সেইজন্য তাদেরকে জ্ঞান অমৃত দিয়ে তৃষ্ণা নিবারণকারী হও। যেভাবে ভোজন করার জন্য অবসর বের করে নাও কারণ আবশ্যকতা রয়েছে, সেইভাবেই এই পুণ্য কর্ম করাও আবশ্যক। সেইজন্য এই চান্স (সুযোগ) নিতে হবে, সময় বের করতে হবে -- তবেই বলা হবে মহান পুণ্য আত্মা।

স্লোগানঃ- অতীতে বিন্দু লাগিয়ে সাহসের সাথে এগিয়ে চলো, তবেই বাবার সহযোগ প্রাপ্ত হতে থাকবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent

4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;